হেফাজতের ডাকা হরতালের বিরুদ্ধে মেহেরপুর জেলা যুবলীগের বিক্ষোভ মিছিল

মৌলবাদী ও সম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর রাষ্ট্রবিরোধী অপ-তৎপরতা ও হরতালের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল করেছে মেহেরপুর জেলা যুবলীগ।

শনিবার বিকেলে মেহেরপুর জেলা যুবলীগের উদ্যোগে এই বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করা হয়। মেহেরপুর জেলা যুবলীগের আহবায়ক মাহফুজুর রহমান রিটন ও যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশান এর নেতৃত্বে বিক্ষোভ মিছিলটি পৌর কমিউনিটি সেন্টার থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়।

মিছিল থেকে নেতাকর্মীরা হেফাজতের বেআইনি হরতাল ও নাশকতার বিরুদ্ধে স্লোগান দেয়। এসময় মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন, বাংলাদেশ যখন স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্যাপন করছে, তখন রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী গোষ্ঠী দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করে রাজনৈতিক ফায়দা লোটার চেষ্টা করছে। এদের প্রতিহত করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। এখনই রুখে না দাঁড়ালে মৌলবাদীদের সাহস বেড়ে যাবে। সাহস বেড়ে গেলে এরা বাংলাদেশকে পাকিস্তানি ভাবধারায় ফিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে। সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী গোষ্ঠীকে দাঁতভাঙা জবাব দেবে যুবলীগ।

তিনি আরও বলেন, জননেত্রী শেখ হাসিনার দক্ষ নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে চলছে উন্নয়নের দিকে, ঠিক তখনই স্বাধীনতার পরাজিতরা দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পায়তারা করছে। তাদের সে স্বপ্ন সফল হবে না। বাংলাদেশ যুবলীগ সবসময়ে শেখ হাসিনার ভ্যানগার্ড হয়ে থাকবে। তিনি মেহেরপুর সহ দেশের সকলস্তরের জনগণ হরতাল পালন না করতে উদাত্ব আহবান জানান।

জেলা যুবলীগের সদস্য ইয়ানুচ আলী,মাহবুব হাসান ডালিম, সাজেদুর রহমান সাজু, সাইদুর রহমান উজ্জল, শেখ সারাফত, সদর উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক মিজানুর রহমান অপু, শহর যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শহিদুজ্জামান সুইট, বুড়িপোতা ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি উজ্জল হোসেন,

সাধারণ সম্পাদক রুমেল হোসেন, কুতুবপুর ইউনিয়নের সভাপতি হাজী সাইফুল ইসলাম, রায়হান উদ্দিন মুন্ট, আমদাহ ইউপি যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ, বারাদি ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি রিংকু মাহমুদ, সাধারণ সম্পাদক আলহামদু, বাগোয়ান ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি আজিজুল হক মংলা, সাধারণ সম্পাদক বাবুল মল্লিক, মহাজনপুর ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি মফিজুল ইসলাম মজনু, সাধারণ সম্পাদক আরিফুল হক মিঠু,

গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি বিপ্লব হোসেন, আমঝুপি ইউপি যুবলীগের সভাপতি সামসুজ্জামান চমন, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জুয়েল রানা, সদর উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ফয়সাল আহমেদ, সাবেক যুগ্ম সাধারন সম্পাদক আব্বাস আলী, কাজল শেখসহ দলীয় নেতাকর্মীরা বিক্ষোভ মিছিলে অংশ গ্রহন করেন।

উল্লেখ্য বাংলাদেশে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেদ্র মোদির আগমনের প্রতিবাদে বায়তুল মোকাররম, হাটহাজারীসহ সারা দেশে আন্দোলনরতদের ওপর হামলা ও ৪ জন নিহত হওয়ার ঘটনায় এ কর্মসূচি ঘোষণা করা হেফাজতে ইসলাম।

সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী

মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে আজ বৃহস্পতিবার (২৫ মার্চ) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারসহ বিভিন্ন বেসরকারি টেলিভিশন, রেডিও এবং অনলাইনে সম্প্রচার করা হবে বলে জানানো হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে।

যত বড় নেতাই শৃঙ্খলা ভঙ্গ করুক কোনো ছাড় নয়: কাদের

দলীয় শৃঙ্খলার বিষয়ে কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়ার হুশিয়ারি দিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেছেন, শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী যত বড় নেতাই হোক না কেন কোনো ছাড় দেওয়া হবে না।

ওবায়দুল কাদের সোমবার সকালে নওগাঁ জেলার পোরশা উপজেলার সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

তিনি তার সরকারি বাসভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সম্মেলনে যুক্ত হন।

আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, শেখ হাসিনা দলীয় শৃঙ্খলার বিষয়ে অত্যন্ত কঠোর অবস্থানে, শৃঙ্খলা না মানলে যত বড় নেতা বা জনপ্রতিনিধি হোন না কেন, দল কাউকে ছাড় দেবে না।

বিভিন্ন নির্বাচনি প্রচার ও দলীয় কার্যক্রমে বক্তব্য দেওয়ার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, খেয়ালখুশিমতো কথা বলা এবং অরাজনৈতিক বক্তব্য দল ও সরকারের অর্জনকে প্রশ্নবিদ্ধ করে এমন কথাবার্তায় দলের শৃঙ্খলার বিঘ্নিত হয়।

তিনি আরও বলেন, কারও ব্যক্তিগত অনিয়মের দায় দল বহন করবে না।

ওবায়দুল কাদের জানান, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর অনুষ্ঠানমালা শেষে দলের কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় দলীয় শৃঙ্খলার বিষয়ে কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

তিনি বলেন, দলের দুঃসময়ে এদের কেউ পাশে থাকবে না। প্রক্ষান্তরে ত্যাগীরাই দলকে আঁকড়ে ধরে থাকবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আছে বলেই পুরো জাতি বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী পালন করতে পারছে বলেও জানান আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক।

[redacted]

[redacted]

সেতুমন্ত্রী বলেন, বর্তমান প্রশাসন অনেক দক্ষ ও যোগ্যতাসম্পন্ন।

রূপকল্প ২০২১, এসডিজি, রূপকল্প ২০৪১ তথা ডেল্টাপ্ল্যানসহ দীর্ঘমেয়াদি ভিশন বাস্তবায়নের জন্য সফলতার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে বর্তমান প্রশাসন।
ওবায়দুল কাদের বলেন প্রশাসন নয়, বিএনপিই আগাগোড়া ব্যর্থ।

‘সরকারবিরোধী নেতাকর্মীদের নির্যাতনের জন্য আদালতকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে’ বিএনপি নেতাদের এমন অভিযোগ প্রসঙ্গে ওবায়দুল কাদের বলেন, বাংলাদেশের বিচার বিভাগ স্বাধীনভাবে কাজ করছে।উচ্চ ও নিম্ন আদালতে সরকারের কোনোরূপ হস্তক্ষেপ নেই।

এজন্যই আওয়ামী লীগের অনেক নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে আদালত রায় দিয়েছেন এবং অনেকে সাজা ভোগ করছেন।
সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী বলেন, সরকার বা আওয়ামী লীগ স্বাধীন বিচারব্যবস্থায় বিশ্বাসী বলেই বিশ্বজিত, নুসরাত, আবরার ও বরগুনার রিফাত শরীফ হত্যাকাণ্ডে দলীয় কর্মীদের রক্ষা করতে যায়নি। আইনের প্রতি সম্মান আছে বলেই বিচারিক প্রক্রিয়াকে কোনোভাবেই বাধাগ্রস্ত করতে চায় না,বরং বিএনপিই দ্বিচারিতার আশ্রয় নেয় আইন আদালতকে ঘিরে।

ওবায়দুল কাদের বলেন, বিএনপি মামলায় জিতলে বলে বিচার বিভাগ স্বাধীন আর হারলে বলে সরকার হস্তক্ষেপ করেছে।
করোনায় আক্রান্ত এবং প্রাণহানির সংখ্যা নতুন করে বাড়তে শুরু করেছে, তাই প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা জোরদারের কোনো বিকল্প নেই জানিয়ে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, লোকসমাগম, মার্কেট,স্টেশন, ফেরি ইত্যাদি এলাকায় অনেকেই মাস্ক পরিধান করছে না,যে জীবনযাপনের জন্য আমারা ব্যস্ত, মাস্ক পরিধান না করার মতো অবহেলা আমাদের প্রিয় জীবন থেকে ছিটকে দিতে পারে।

ওবায়দুল কাদের নিজের এবং পরিবার পরিজন,সন্তানদের কথা ভেবে হলেও শতভাগ মাস্ক পরিধান নিশ্চিত করার আহ্বান জানান।
পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোকে মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতে সচেতনতা তৈরিমূলক প্রচার অভিযান চালানোর অনুরোধ করেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের।

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে এখন থেকে আগামী ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত প্রতি শুক্রবার মসজিদ,

মন্দির ও প্যাগোডায় দোয়া ও প্রার্থনা করার জন্য দলীয় সভাপতির নির্দেশে আওয়ামী লীগের জেলা,উপজেলা, থানা,ইউনিয়ন ও ওয়ার্ডসহ সব শাখা এবং সহযোগী সংগঠনসমূহকে জাতীয় কর্মসূচীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কর্মসূচি পালনের আহবান জানান ওবায়দুল কাদের।

২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস উপলক্ষ্যে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের কর্মসূচি ঘোষণা করেন।
বেলা ১১টায় ২৩ বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ আওয়ামী লীগ আলোচনাসভার আয়োজন করবে।

স্বেচ্ছাসেবক লীগের কেন্দ্রীয় নেতাদের মুজিবনগর সৃতিসৌধে পুষ্পমাল্য অর্পণ

জাতীর জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের জন্মশত বার্ষীকি উপলক্ষে মুজিবনগর সৃতিসৌধে পুষ্পমাল্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে বাংলাদেশ স্বেচ্ছাসেবক লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃবৃন্দরা।

রবিবার বিকালে চুয়াডাঙ্গা থেকে সরাসরি সড়ক পথে মুজিবনগর এসে বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি নির্মল রন্জন গুহ’র নেতৃত্বে এ পুষ্পামাল্য অর্পণ করা হয়।

এ সময় বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক একেএম আফজালুর রহমান, সহ সভাপতি নির্মল কুমার চ্যাটার্জী, সৈয়দ নাসির উদ্দীন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক খাইরুল হাসান জুয়েল, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল সায়েম, দপ্তর সম্পাদক আজিজুল হক আজিজ, সদস্য আদনান সুমন,
মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি আরিফুল এনাম বকুল, মুজিবনগর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি বেলাল হাসান বিপ্লাব, সহ সভাপতি মতিউর রহমান মতিন, সাধারণ সম্পাদক শাহ্ আরিফ হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃবৃন্দরা মুজিবনগর পৌছালে মুজিবনগর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতাকর্মীরা তাদের ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

স্বাধীনতার আনুষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা করলে সমুচিত জবাব: ওবায়দুল কাদের

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর আনুষ্ঠানিকতায় কোন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপচেষ্টা করলে সমুচিত জবাব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত আওয়ামী লীগ।

দলটির সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের শনিবার সকালে তার সরকারি বাসভবনে নিয়মিত ব্রিফিংয়ে এ হুশিয়ারি দেন।

তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ সরকারে আছে, কিন্তু রাজপথ ছাড়েনি। সুতরাং আওয়ামী লীগকে আন্দোলনের ভয় দেখিয়ে কোন লাভ নেই।

আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়েই আজ আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় উল্লেখ করে ওবায়দুল কাদের বলেন, সুবর্ণজয়ন্তীর অনুষ্ঠানকে সামনে রেখে যারাই দেশে অস্থিরতা তৈরি করতে চাইবে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে তাদের বিষদাঁত ভেঙে দেওয়া হবে।

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, ৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের প্রধান মিত্র দেশ ভারত, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ভারতের সরকার প্রধানকে আমন্ত্রণ করা হয়েছে, কোন ব্যক্তি বিশেষকে নয়।

তিনি মনে করেন, কারা নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশ সফরকে সামনে রেখে সুনামগঞ্জের শাল্লায় হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বাড়িঘরে হামলা ও লুটপাট করছে, এখন তা স্পষ্ট।

এই হামলা ও লুটপাট পূর্ব-পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের অংশ বলেও মনে করেন ওবায়দুল কাদের।

বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপতি ও আওয়ামী লীগের একাধিকবারের সাধারণ সম্পাদক মুক্তিযুদ্ধের বীর সংগঠক প্রয়াত জিল্লুর রহমানের ৮ম মৃত্যুবার্ষিকীতে গভীর শ্রদ্ধা জানান ওবায়দুল কাদের।

জিল্লুর রহমানের স্মৃতি আমাদের প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে বলেও মনে করেন তিনি।

বিমানবন্দরে রাজাপাকসেকে স্বাগত জানালেন প্রধানমন্ত্রী

শ্রীলংকার প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দা রাজাপাকসে দুই দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে ঢাকা এসে পৌঁছেছেন।

শুক্রবার সকালে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তাকে স্বাগত জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর অনুষ্ঠানে যোগ দিতে তার এ সফর। রাজাপাকসের সফর উপলক্ষ্যে প্রধান প্রধান সড়ক বাংলাদেশ ও শ্রীলংকার জাতীয় পতাকা দিয়ে সাজানো হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমন্ত্রণে করোনা মহামারির মধ্যেও ঢাকায় এলেন রাজাপাকসে। সফরে তিনি শেখ হাসিনার সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকও করবেন।

শ্রীলংকার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে রয়েছে ২৮ সদস্যের বহর।

এতে রয়েছেন দেশটির শিক্ষামন্ত্রী, আঞ্চলিক সহযোগিতা প্রতিমন্ত্রী, তাঁত ও বস্ত্র প্রতিমন্ত্রী, গ্রামীণ গৃহায়ন ও গৃহনির্মাণ সামগ্রী শিল্প প্রতিমন্ত্রী, অর্থ প্রতিমন্ত্রী ও উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তারা।

সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের স্মরণে শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন শ্রীলংকান প্রধানমন্ত্রী।

বিকালে জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে বিশেষ অনুষ্ঠানমালায় সম্মানিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন।

সন্ধ্যায় তার সম্মানে প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া নৈশভোজে অংশ নেবেন।

শনিবার তিনি বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর পরিদর্শন করবেন এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করবেন।

এছাড়া দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে দুই প্রধানমন্ত্রী দুদেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় যেমন: বাণিজ্য, বিনিয়োগ, কৃষি, উপকূলীয় জাহাজ চলাচল, শিক্ষা, তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করবেন।

বৈঠক শেষে কয়েকটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হওয়ার কথা রয়েছে। বিকালে তিনি রাষ্ট্রপতি মো. আব্দুল হামিদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন। সন্ধ্যায় কলম্বোর উদ্দেশে ঢাকা ছেড়ে যাবেন।

১৯৭২ সালে শ্রীলংকার সঙ্গে বাংলাদেশের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বর্তমান সরকারের মেয়াদে আরও সুদৃঢ় ও সম্প্রসারিত হয়।

মোদি বিজেপি নেতা হিসেবে নন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ঢাকায় আসছেন: কাদের

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বাংলাদেশ সফর প্রসঙ্গে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, নরেন্দ্র মোদি বিজেপি নেতা হিসেবে নন, তিনি বাংলাদেশ সফরে আসছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে।

সেতুমন্ত্রী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতা করা প্রতিবেশী

রাষ্ট্র ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তীর অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ায় আনন্দিত বলে জানান।
ভারতের হাইকমিশনার বিক্রম কুমার দোরাইস্বামী বৃহস্পতিবার সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন।

সাক্ষাৎ শেষে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী বলেন, ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্ক সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

ভারতীয় ঋণ কর্মসূচির আওতায় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়েও কথা হয় বলে জানান মন্ত্রী।

বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের কৃত্রিম দেয়াল রচিত হয়েছিল উল্লেখ করে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন, দীর্ঘসময় পর শেখ হাসিনা সরকার প্রথম মেয়াদে দায়িত্ব নেওয়ার পর সম্পর্কের নতুন সেতুবন্ধ রচিত হয়।

ওবায়দুল কাদের বলেন, দীর্ঘদিনের সীমান্ত চুক্তিসহ ছিটমহল বিনিময় ছাড়াও দুদেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তিস্তাসহ অভিন্ন নদীর পানিবণ্টনে ইতোমধ্যে ইতিবাচক অগ্রগতি হয়েছে।

মন্ত্রী বলেন, এর মাধ্যমে দুই দেশের সরকারের পাশাপাশি পিপল টু পিপল কন্টাক্ট নতুন উচ্চতা লাভ করবে।

ওবায়দুল কাদের নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশ সফরের সাফল্য কামনা করেন।

গাংনীর কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদে বঙ্গবন্ধুর জন্ম শত বার্ষিকী

পালন

পলাশ আহম্মেদঃ

গাংনীর কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানার উদ্যেগে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী পালন।

আজ বুধবার সকাল ৮.৩০ মিনিটের সময় ইউনিয়ন কাথুলী পরিষদে সকল মেম্বার ও মহিলা মেম্বারদের উপস্থিতিতে পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সংগীতের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন।

দ্বিতীয় ধাপে জাতির জনক বঙ্গ বন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের জন্মের ১০০ বছর পূর্তী উপলক্ষ্যে কেক কাটা ও দোয়ার ব্যাবস্থা করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ১ নং কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা।ও সকল ওয়ার্ডের মেম্বার ও মহিলা মেম্বার বৃন্দ।আরো উপস্থিত ছিলেন হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার আসলাম হোসেন, মেম্বার আবুল কালাম আজাদ,ইলিয়াস হোসেন, ইউ ডি সি হুমায়ুন আহম্মেদ, সহ আওয়ামীলীগ,যুবলীগ,ছাত্রলীগের নেতা বর্গ।

ভাইরাল সেই ভিডিও নিয়ে যা বললেন মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী

মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হকের করোনার টিকা নেওয়ার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে৷

ভিডিওটি নিয়ে দিনভর বিতর্কে মেতেছিলেন নেটিজেনরা।

অনেকের ধারণা, মন্ত্রী করোনার টিকা নেওয়ার পোজ দিয়েছেন শুধু। অনেকের বক্তব্য, ভাইরাল সেই ভিডিওটি তার টিকা নেওয়ার পরের দৃশ্য।

পরে দেশিয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গণমাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট করেন মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল

তিনি জানান, দুটো বক্তব্যই সত্য। অর্থাৎ তিনি টিকা নিয়েছেন আবার আলাদাভাবে টিকা নেওয়ার পোজও দিয়েছেন। আর দ্বিতীয় কাজটি করেছেন গণমাধ্যম কর্মীদের অনুরোধে।

ঘটনার ব্যাখ্যায় মন্ত্রী বলেন, আমি ১৭ ফেব্রুয়ারি সচিবালয়ের ক্লিনিকে টিকা নিয়েছি৷ সেখানে সাংবাদিকরাও ছিলেন৷ তারা অনেকেই ছবি ও ভিডিও নিয়েছেন৷ তারা আমাকে টিকা নিতে দেখেছেন৷ আর টিকা নেয়ার প্রমাণপত্রও আমার কাছে আছে৷

টিকা নেওয়ার পোজ দেওয়ার বিষয়ে মন্ত্রী বলেন, টিকা নেওয়ার সময় অনেক সাংবাদিক ছিলেন। কিন্তু পরে তাদের অনেকে বলেন তারা ছবি পাননি৷ তাদের অনুরোধে আমি আবার পোজ দিই৷

মন্ত্রীর বক্তব্যের সত্যতা নিশ্চিত করে কয়েকজন সাংবাদিক জানান, শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন বিটিভির কাছেই ছিল মন্ত্রী টিকা নেওয়ার ভিডিও ফুটেজ। তিনি টিকা নেওয়ার সময় আমাদের ক্যামেরা পার্সনরা উপস্থিত ছিলেন না। এদিকে মন্ত্রী টিকা নিয়ে উঠে পড়েন৷ তাই আমাদের অনুরোধে তিনি আবার বসে পোজ দেন৷ তার সেই ভিডিওফুটেজ নিয়ে ফেসবুকে কেউ কেউ বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে।

সচিবালায় ক্লিনিকের দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসক ডা. মোহাম্মদ ইলিয়াস চৌধুরী বলেন,‘মন্ত্রী টিকা নিয়েছেন৷ তার দ্বিতীয় ডোজ নেয়ারও সময় চলে এসেছে৷’

মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হকের করোনার টিকা নেওয়ার ভিডিওফুটেজ-